



148039 - ঈদ উদযাপনের পদ্ধতি

প্রশ্ন

আমি আশা করব, আপনারা একটি পরিবার কভাবে ঈদ পালন করতে পারেন সে ব্যাপারে উপদেশে দিবেন। (আপনাদের প্রতি সম্মান রেখে বলছি দয়া করে এমন কিছু উল্লেখ করবেন না যে, কোন হারাম কাজ করবেন না; যমেন- অবাধ মলোমশোর স্থানে যাবেন না, সনিমো হল যাবেন না ইত্যাদি...। এগুলো আদটো ঘটবে না)। মুমনিদের ঈদ যমেন হওয়া কর্তব্য সটোর কিছু উদাহরণ কি আপনারা পশে করতে পারেন? কি কিতং পরতায় তারা অংশগ্রহণ করতে পারেন? স্বামী-স্ত্রী কি একত্রে বড়োত বেরে হতে পারেন এবং কোন এক স্থানে বসে মজাদার খাবার-দাবার খতে পারেন? আলমেগণ কভাবে ঈদের দিন পালন করে থাকেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

ঈদের দিনগুলো আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের দিন। এ দিনগুলোতে রয়েছে বিশেষ কিছু ইবাদত, কিছু শিষ্টাচার ও কিছু প্রথাগত অভ্যাস। যমেন:

১। গোসল করা:

কিছু কিছু সাহাবী থেকে গোসল করার আমলটি সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

এক ব্যক্তি আলী (রাঃ) কে গোসল করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল: "তিনি বললেন: তুমি চাইলে তো প্রতিদিন গোসল করতে পার। সে বলল: না; যে গোসল আসলেই গোসল (অর্থাৎ যে গোসলের ফযলিত আছে)। তিনি বললেন: জুমাবারের গোসল, আরারার দিনের গোসল, কারাবানীর ঈদের দিনের গোসল এবং ঈদুল ফতিরের দিনের গোসল।"[মুসনাদে শাফয়ে (পৃষ্ঠা-৩৮৫), আলবানী 'ইরওয়াউল গালিলি' এ (১/১৭৬) বর্ণনাটকি সহিহ বলছেন]

২। নতুন পোশাক পরে নিজেকে সুন্দর করা:

আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) বলেন: একবার উমর (রাঃ) রশেমেরে তরী একটি জুব্বা; যা বাজারে বক্রিরি জন্য তোলা হয়েছিল;



নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে এসে বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এ জুব্বাট কিনি; ঈদরে সময় ও প্রতিনিধি দিলরে সাথে সাক্ষাতরে সময় এটি পরবনে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: "এটি এমন ব্যক্তির পোশাক যার কোন ভাগ বা অংশ নই (অর্থাৎ তাকওয়া ও সওয়াবরে)।" [সহি বুখারী (৯০৬) ও সহি মুসলিম (২০৬৮)]

ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদিসের শরিনোম দনে এভাবে: "দুই ঈদ ও দুই ঈদরে সময় নিজেকে সুন্দর করা সংক্রান্ত পরচ্ছদে"।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

এটি প্রমাণ করে যে, এ উপলক্ষগুলোতে নিজেকে সুন্দর করা তাদের মাঝে মশহুর ছিল। [আল-মুগনি (২/৩৭০)]

ইবনে রজব আল-হাম্বলি (রহঃ) বলেন: এ হাদিসটি ঈদরে জন্ম নিজেকে সুন্দর করার প্রমাণ বহন করে এবং মুসলমানদের মাঝে সেটি প্রথাগত অভ্যাস ছিল। [ফাতহুল বারী (৬/৬৭)]

শাওকানী (রহঃ) বলেন: ঈদরে জন্ম নিজেকে সুন্দর করা শরিয়তসম্মত হওয়ার পক্ষে এ হাদিসের দলিল এভাবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদরে জন্ম নিজেকে সুন্দর করার দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুমোদন করছেন। তিনি শুধু এ ধরণে পোশাক পরার ব্যাপারে আপত্তি করছেন। যহেতু সেটি রশেমের তরী ছিল। [নাইলুল আওতার (৩/২৮৪)]

সাহাবায়েরোমরে যামানা থেকে আমাদের সময় পর্যন্ত মানুষ এভাবে করে আসছে।

বাইহাকী সহি সনদে নাফে' থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: দুই ঈদরে সময় ইবনে উমর (রাঃ) সর্বোত্তম পোশাক পরতেন।

তিনি আরও বলেন: ঈদরে এ সাজ গ্রহণের ক্ষেত্রে ঈদরে নামাযে গমনকারী ব্যক্তি ও ঘরে অবস্থানকারী ব্যক্তি; এমনকি নারী ও শিশু সকলের বধিান সমান। [ইবনে রজব রচি 'ফাতহুল বারী' (৬/৬৮-৭২)]

কোন কোন আলমে বলছেন: কডে যদি ইতকিফ করে থাকে তাহলে তিনি ইতকিফের পোশাকে ঈদগাহে যাবনে□ এটি অসমর্থি অভিমত।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: ঈদরে সুন্নত হল সুন্দর কাপড়চোপড় পরা; এক্ষেত্রে ইতকিফকারী কথিবা ইতকিফকারী নন সকলে সমান। [আসয়লি ওয়া আজওয়াবি ফি সালাতলি ঈদাইন (পৃষ্ঠা-১০)]

৩। উত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করা:



সহি সূত্রে ইবনে উমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, "ঈদুল ফতিরের দিন তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন"। [যমেনটি এসছে 'ফারইয়াবি' রচতি 'আহকামুল ঈদাইন' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৮৩)]

ইবনে রজব হাম্বলি (রহঃ) বলেন:

মালকে বলছেন: আমি শুনছি আলমেগণ প্রত্যকে ঈদের সময় সাজসজ্জা করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করাকে মুস্তাহাব মনে করেন।

শাফয়েও মুস্তাহাব মনে করতেন।

[ইবনে রজব রচতি 'ফাতহুল বারী' (৬/৬৮)]

এ সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার নারীরা নিজদের বাড়ীতে স্বামীদরে সামনে, মহলাদরে সামনে কিংবা মাহরাম পুরুষদরে সামনে করবেন।

আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া গ্রন্থে (৩১/১১৬) এসছে:

সুন্দর কাপড় পরধান, পরস্কার-পরচ্ছন্ন হওয়া, সুগন্ধি ব্যবহার করা, চুল ফলো ও দুর্গন্ধ দূর করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নামায়ে গমনকারী ও ঘরে অবস্থানকারী উভয়ে সমান। যহেতে এটি সাজসজ্জা করার দিন তাই সকলে সমান। তবে, এটি নারীদরে ক্ষেত্রে নয়।

নারীরা যদি বাহরে বের হয়: তাহলে তারা সাজসজ্জা করবে না। বরং সাধারণ পোশাকে বের হবে। সুন্দর পোশাক পরবে না। সুগন্ধি লাগাবে না। যাতে করে মানুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট না হয়। বৃদ্ধ মহলা ও অসুন্দর মহলাদরে ক্ষেত্রেও একই বধান প্রযোজ্য। তারাও পুরুষদরে সাথে ঘোঁষাঘোঁষে করবে না। বরং পুরুষদরে থেকে দূরে থাকবে। [সমাপ্ত]

৪। তাকবীর দয়ো:

ঈদুল ফতিরের সময় চাঁদ দেখার পর থেকে তাকবীর দয়ো সুনত। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “তিনি চান- তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি যি, তোমাদেরকে দকি-নর্দিশেনা দিয়েছেন সে জন্য 'তাকবির' উচ্চারণ কর (আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা কর)।” [সূরা বাকারা ২: ১৮৫] সংখ্যা পূরণ করা হচ্ছে রোযার সংখ্যা পূরণ করার মাধ্যমে।

তাকবীর দয়ের সময় শেষ হবে ইমাম খোতবা দয়ের জন্য বের হওয়ার মাধ্যমে।

আর ঈদুল আযহার ক্ষেত্রে: আরাফার দিন সকাল থেকে তাকবীর দেওয়া শুরু হবে এবং তাশরিকের সর্বশেষ দিন তথা ১৩ ই



যলিহজ্জের শেষে হবে।

৫। দেখা-সাক্ষাত:

ঈদরে সময় আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবকে দেখতে যেতে কোন অসুবিধা নাই। ঈদরে সময় এভাবে দেখা-সাক্ষাত করা মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

কারো কারো মতে, ঈদগাহ থেকে ফরোর সময় ভিন্ন রাস্তা ব্যবহার করার বখান দয়োর পছন্দে এটাই গুট রহস্য।

অধিকাংশ আলমেরে মতে, ঈদরে নামাযে এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া ও অন্য রাস্তা দিয়ে ফরিতে আসা মুস্তাহাব। জাবরে বনি আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "ঈদরে দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক পথে যেতেনে অপর পথে ফরিতেনে।" [সহিহ বুখারী (৯৪৩)]

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) এর গুট রহস্য সম্পর্কে বলেন:

কারো কারো মতে, যেতে করে তাঁর জীবতি ও মৃত নকিটাত্মীয়দেরকে দেখে আসতে পারেন। কারো কারো মতে, যেতে করে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে পারেন। [ফাতহুল বারী (২/৪৭৩)]

৬। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন:

শুভেচ্ছা জ্ঞাপন সটেযি কোন বধৈ ভাষায় হতে পারে। তবে, সর্বোত্তম ভাষা হচ্ছে 'তাকাব্বালাহু মিন্না ও মনিকুম' (আল্লাহ আমাদরে ও আপনাদরে নকে আমলগুলো কবুল করে ননি)। কনেনা এটি সাহাবায়েরে কেরোম থেকে বর্ণিত আছে।

জুবাইর বনি নুফাইর বলেন: ঈদরে দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে সাহাবীবর্গ যখন একজন অপরজনরে সাথে সাক্ষাত করতেনে তখন বলতেনে: 'তাকাব্বালাহু মিন্না ও মনিক' (আল্লাহ আমাদরে ও আপনার নকে আমলগুলো কবুল করে ননি)। হাফযে ইবনে হাজার 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে (২/৫১৭) এ বর্ণনার সনদকে 'হাসান' বলছেন।

মালকে (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল: ঈদগাহ থেকে ফরিতে এসে এক মুসলমি যদি অপর মুসলমিকে বলে: 'তাকাব্বালাহু মিন্না ও মনিক, ওয়া গাফারাল্লাহু লানা ও লাক' (আল্লাহ আমাদরে ও আপনার নকে আমলগুলো কবুল করে ননি)। আল্লাহ আমাদরে ও আপনাকে ক্ষমা করে দিন) সটো কামাকরুহ হবে? তিনি বলেন: মাকরুহ হবে না। [আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা (১/৩২২)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

ঈদরে দিনি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন হচ্ছে নামায পড়া শেষে একজন অপরজনকে বলবে: 'তাকাব্বালাহু মিন্না ও মনিকুম' (আল্লাহ আমাদরে ও আপনাদরে নকে আমলগুলো কবুল করে ননি) এবং "আহালাহুল্লাহু আলাইক" (আল্লাহ ঈদকে আপনার জীবনে পুনরায় ফরিয়ি আনুন) বা এ ধরণের কোন কথা। একদল সাহাবী থেকে এ ধরণের শুভেচ্ছা বর্ণতি আছে যারা এভাবে করতেন। ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য আলমেগণ এ ধরণের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের অবকাশ দিচ্ছেন। কিন্তু আহমাদ বলেন: আমি শুরুতে কাউকে শুভেচ্ছা জানাই না। যদি কিউ আমাকে শুভেচ্ছা জানায় তখন আমি তাকে জবাব দই। কেননা শুভেচ্ছার জবাব দয়ো ওয়াজবি।

পক্ষান্তরে, শুরুতে শুভেচ্ছা জানানো: এটিকোন নরিদশেতি সুন্নাহ নয় এবং নযিদিধও নয়। যে ব্যক্তি তা করনে তার পূর্বসূরি রয়ছে। যে ব্যক্তি করনে না তারও পূর্বসূরি রয়ছে। [মাজমুউল ফাতাওয়া (২৪/২৫৩)]

৭। বাড়তি খাবার-দাবারের আয়োজন:

বাড়তি খাবার-দাবার ও ভাল খাবার-দাবার খতে কোন অসুবিধা নই। সটো নজি বাসায় হোক কথিবা বাসার বাহরি কোন রস্টুরেন্টে হোক। তবে, যে সব রস্টুরেন্টে মদ সরবরাহ করা হয় কথিবা যে রস্টুরেন্ট মডিজিকিরে ধ্বনতি প্রকম্পতি এমন রস্টুরেন্টে নয়। কথিবা যখনে বগোনা পুরুষেরো নারীদেরকে দেখতে পায় সখনেও নয়।

কোন কোন দেশেরে ক্ষত্রে উত্তম হচ্ছে: স্থল ভ্রমণ বা নটী-ভ্রমণে বরে হওয়া। যাত করে ঐ স্থানগুলো থেকে দূরে থাকা যায় যখনে নারী-পুরুষেরে বপেরয়ো মলোমশো ঘটতে থাকে কথিবা শরয়ি বিধানগুলো লঙ্ঘনেরে মহোৎসব যখনে চলে।

নুবাইশা আল-হুয়াইলি (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "তাশরকিরে দিনিগুলো পানাহার ও আল্লাহর যকিরি দিনি।" [সহি মুসলিম (১১৪১)]

৮। খলো-ধুলা করা:

পরবারকে নিয়ে কোন স্থল ভ্রমণ বা নটী-ভ্রমণে যাওয়া, সুন্দর সুন্দর স্থানগুলো পরিদর্শন করা বা এমন কোন স্থানে যাওয়া যখনে বধৈ খলোধুলার ব্যবস্থা আছে□ এসব কোন আপত্তি নই। অনুরূপভাবে মডিজিকিমুক্ত নাশদি শুনতেও বাধা নই।

আয়শো (রাঃ) হতে বর্ণতি তিনি বলেন, "একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলেন তখন আমার নকিট দুটি বালিকা বুআহ যুদ্ধ সংক্রান্ত গান গাইছিল। তিনি বিছিনায় শুয়ে পড়লেন এবং চেহারা অন্যদিকে ফরিয়ি রাখলেন। এ সময় আবু বকর (রাঃ) এসে আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নকিট শয়তানেরে বীণ! তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দিকে মুখ ফরিয়ি বললেন, তাদের ছড়ে দাও। অতঃপর তিনি যখন অন্য দিকে ফরিলেন তখন আমি তাদের ইঙ্গতি করলাম, আর তারা বেরিয়ে গলে।

এক ঈদরে দনি হাবশরি বর্শা ও ঢাল দিয়ে খেলেছিল। তখন আমনিজি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আরয করলাম কথিবা তিনি নিজি থেকে বলছিলেন: তুমি কি তাদের খলো দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ, তারপর তিনি আমাকে তাঁর পছিনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দলিনে যে, আমার গাল ছিল তার গালের সাথে লাগান। তিনি তাদের বললেন: হে বনু আরফদি! তোমরা যা করতে ছিলে তা করতে থাক। শেষে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন তিনি আমাকে বললেন: তোমার কি দেখো শেষে? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তাহলে চলো যাও।"[সহি বুখারী (৯০৭) ও সহি মুসলিম (৮২৯)]

অপর এক রওয়ায়তে আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই দনি বলছেন: "যাতে করে ইহুদীরা জানে যে, আমাদের ধর্মে কিছু উদারতা রয়েছে। আমি উদার একশ্বেবরবাদী ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছি।"[মুসনাদে আহমাদ (৫০/৩৬৬), মুসনাদ গ্রন্থের মুহাক্ককিগণ হাদিসটিকে 'হাসান' বলছেন এবং আলবানী 'সলিসলি সহিহ' গ্রন্থে (৪/৪৪৩) হাদিসটির সনদকে 'জায়যদি' বলছেন]

ইমাম নববী (রহঃ) এ হাদিসের শরিনোম দিতে গিয়ে লেখেন: "ঈদরে দনিগলোতে গুনাহ নই এমন খলোধুলার অবকাশ দান শীর্ষক পরচ্ছদে"।

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: এই হাদিস থেকে আমরা শখিতে পারি যে, ঈদরে দনিগলোতে পরবার ও সন্তানদের জন্য উদার হওয়া শরিয়তে স্বীকৃত; নানাবধি চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে এবং শরীর থেকে ইবাদতের কষ্ট-ক্লেশে দূর করার ক্ষেত্রে।

আরও শখিতে পারি যে, ঈদ-উৎসবে আনন্দ প্রকাশ করা ইসলামী নদির্শনের অন্তর্ভুক্ত।[ফতাহুল বারী (২/৫১৪)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

এ ঈদে আরও যা করা হয়: মানুষ পরস্পর হাদিয়া বনিমিয় করে; অর্থাৎ তারা খাবার প্রস্তুত করে একে অপরকে দাওয়াত দিয়ে, তারা একত্রিত হয়, আনন্দ প্রকাশ করে। এগুলোতে কোন দোষ নই। কেননা এ দনিগলো ঈদ-উৎসবের দনি। এমনকি আবু বকর (রাঃ) যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে প্রবশে করলেন...গোটা হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

এ হাদিসে দলিল রয়েছে যে, (আলহামদু লিল্লাহ) বান্দাদের জন্য ইসলামি শরিয়তের সহজতা হল: ঈদরে দনিগলোতে মানুষকে আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া।[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ আল-উছাইমীন (১৬/২৭৬)]

আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়াতে (১৪/১৬৬) এসেছে যে:

ঈদরে দনিগলোতে পরবার ও সন্তানদের জন্য নানা মাধ্যমে চিত্ত বিনোদন দেওয়া এবং ইবাদতের ক্লান্তি ও ক্লেশ থেকে শরীরকে আরাম দেওয়ার ক্ষেত্রে উদার হওয়া শরিয়ত স্বীকৃত। অনুরূপভাবে ঈদ-উৎসবে আনন্দ প্রকাশ করা ইসলামী



নদির্শনরে অন্তর্ভুক্ত। ঈদরে দনিগুলোতে খলোধুলা করা বধৈ; সটো মসজদিরে ভতেরে হোক কথিবা মসজদিরে বাহরিে হোক।
যহেতে আয়শো (রাঃ) এর হাদসিে হাবাশার লোকদরে অস্ত্র নিয়ে খলোধুলা করা উদ্ধৃত হয়েছে।[সমাপ্ত]

ইতপূর্ববে 36856 নং প্রশ্নোত্তরে আমরা ঈদে সংঘটিত হওয়া ভুলত্রুটিগুলো উল্লেখ করছে; সে উত্তরটি পড়তে পারনে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের নকে আমলগুলো কবুল করে নেন এবং আমাদেরকে ও আপনাদেরকে দ্বীন ও দুনিয়ার যা কিছু কল্যাণ সে পথ দেখোন।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।